বিষয়ঃ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয় ও জোন অফিস পরিদর্শনের প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর স্মারক নম্বর ২৮.০০২.০০০০.০৬৬.০৩.০০১.১৭.১২৩, তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এর মাধ্যমে মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) ও শুদ্ধাচার কমিটির ফোকাল পয়েন্ট, পেট্রোবাংলার তরফ থেকে বাপেক্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ৩০-০৯-২০২০ তারিখের মধ্যে নিজ-নিজ অফিসের বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করার নির্দেশনা রয়েছে। তদানুযায়ী স্ব-স্ব কোম্পানির দপ্তর ও জোন অফিসসমূহের ০৫ (পাঁচ) টি এলাকা পরিদর্শন করে আগামী ২৫-০৯-২০২০ তারিখের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয় (পেট্রোবাংলার প্রেরিত পত্র সংযুক্ত)।

উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর বাপেক্সের নৈতিকতা কমিটির একটি সভা গত ১৫-০৯-২০২০ তারিখ, বেলা ১১:০০ ঘটিকায় মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়কের কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পেট্রোবাংলা থেকে প্রেরিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে কোম্পানির সদর দপ্তর বাপেক্স ভবনের পাঁচটি বিভাগ/এলাকা এবং বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ও শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রের পাঁচটি এলাকা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির সদস্যবৃন্দ গত ২১-০৯-২০২০ তারিখ বাপেক্স ভবনে অবস্থিত নিরীক্ষা উপবিভাগ, ভূপদার্থিক বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ এবং হিসাব ও অর্থ বিভাগ পরিদর্শন করে। অতঃপর ২৪-০৯-২০২০ তারিখ বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ও শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রের পাঁচটি এলাকা পরিদর্শন করে। কমিটি কর্তৃক কোম্পানির সদর দপ্তর ও জোনাল অফিসসমূহের পাঁচটি এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

সদর দপ্তর/বাপেক্স ভবনঃ

১। **নিরীক্ষা উপবিভাগঃ** কমিটির সদস্যগণ বাপেক্স ভবনের ১২ তলায় অবস্থিত নিরীক্ষা উপবিভাগের দপ্তরে গমণ করে। উপমহাব্যবস্থাপক নিরীক্ষা ও উক্ত উপবিভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারি চলমান রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে উক্ত দপ্তরে স্বাস্থ্যবিধি কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কমিটি তা খতিয়ে দেখে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সকল কর্মকর্তা মাস্ক পরিহিত অবস্থায় সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। নথিপত্র ও ডাক পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রেজিষ্টার ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়। দ্রুত সেবা প্রদান ও অমিমাংশিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পন্নের লক্ষ্যে উক্ত উপবিভাগ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে কমিটিকে অবহিত করে। কমিটি "সচিবালয়ের নির্দেশমালা-২০১৪" অনুসরণে উক্ত উপবিভাগের নথি শ্রেণি বিন্যাস করতঃ মেয়াদ উত্তীর্ণ নথি/ডকুমেন্ট বিনষ্ট করার জন্য উপবিভাগীয় প্রধানকে অনুরোধ জানায়।

২। **ভূপদার্থিক বিভাগঃ** নৈতিকতা কমিটি অতঃপর ভূপদার্থিক বিভাগ পরিদর্শন করে। মহাব্যবস্থাপক (ট্যাকনিক্যাল সার্ভিসেস) বর্তমানে ভূপদার্থিক বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। পরিদর্শনের সময় তিনি টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগে অবস্থান করেন। অন্যান্য অধিকাংশ কর্মকর্তা দপ্তরে উপস্থিত ছিলেন। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে উপস্থিত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মাস্ক পরিহিত ছিলেন এবং সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সমুদয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতঃ উক্ত বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভূপদার্থিক বিভাগের প্রায় শতভাগ কার্যক্রম ই-নথিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুসরণে নথির শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে অতঃপর তদানুযায়ী নথি বিনষ্ট করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে কমিটিকে অবহিত করা হয়। পরিদর্শন কালে দপ্তরে কোথাও অকেজো ও অব্যবহৃত মালামাল পাওয়া যায়নি।

৩। **ভূতাত্ত্বিক বিভাগঃ** বাপেক্স ভবনের ১১ তলায় ভূতাত্ত্বিক বিভাগ অবস্থিত। পরিদর্শনকালে উক্ত বিভাগের মহাব্যবস্থাপকসহ অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে শাহবাজপুর # ০৩ কূপের ওয়ার্কওভার ও অন্যান্য বর্হিমুখী কার্যক্রম চলমান থাকায় অবশিষ্ট কমকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত স্থানে যুক্ত রয়েছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মহাব্যবস্থাপক কমিটিকে অবহিত করেন। চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এবং যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উক্ত বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মহাব্যস্থাপক কমিটিকে অবহিত করেন যে, তিনি মাসে একবার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করেন। উক্ত পর্যবেক্ষণের পর কোন করণীয় নির্ধারিত হলে তদানুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়। কর্মকর্তাদের যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিতি এবং নির্ধারিত সময়ের পর অফিস ত্যাগের বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে মর্মে পরিদর্শন টিমকে অবহিত করা হয়।

৪। **উৎপাদন বিভাগঃ** উৎপাদন বিভাগ বাপেক্স ভবনের ১০ম তলায় অবস্থিত। নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক উক্ত বিভাগ পরিদর্শনকালে মহাব্যবস্থাপক সহ অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে উক্ত বিভাগের হাজিরা খাতা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, একজন কর্মকর্তা এবং একজন কর্মচারী তখন পর্যন্ত খাতায় স্বাক্ষর করেননি। এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক বলেন, উক্ত অনুপস্থিত কর্মকর্তা ঐ তারিখে কেজুয়াল ছুটিতে আছেন এবং যে কর্মচারী স্বাক্ষর করেননি তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট নিয়ে পেট্রোবাংলায় গমণ করেন। পরিদর্শনকালে উৎপাদন বিভাগে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়টি যথাযথভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং দপ্তরের কোথাও অপ্রয়োজনীয়/অব্যবহৃত মালামালের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। উৎপাদন বিভাগের সমস্ত কার্যক্রম ই-নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

৫। **হিসাব ও অর্থ বিভাগঃ** হিসাব ও অর্থ বিভাগ বাপেক্স ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত। পরিদর্শনকালে উক্ত বিভাগের মহাব্যবস্থাপকসহ প্রায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। দুই একজন কর্মকর্তা ঐ তারিখে ভ্রমণে রয়েছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অবহিত করা হয়। করোনা কালে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা মাস্ক পরিহিত ছিলেন। গমণাগমণের ক্ষেত্রে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কমিটির পক্ষ থেকে উক্ত বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের নিকট শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) বলেন, ইতোমধ্যে নথি শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। সহসাই সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুসরণে নথি/ডকুমেন্ট বিনষ্টকরণের কাজ শুরু করা হবে। পরিদর্শনকালে ভবনের কয়েকটি তলায় অপ্রয়োজনীয়/অব্যবহৃত মালামালের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও সংশ্লিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক অবহিত করেন যে, এ সমস্ত অপ্রয়োজনীয় মালামাল দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে উক্ত মালামাল অন্যত্র স্থানান্তরকরণের বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সুপারিশঃ

ক) চলমান বৈষয়িক সমস্যা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্ব-স্ব বিভাগ নিজ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ) ভবনের করিডোরে যে সকল বিভাগের অপ্রয়োজনীয়/অব্যবহৃত মালামাল সংরক্ষণ করা হয়েছে উক্ত মালামাল স্থানান্তরের জন্য স্ব-স্ব বিভাগ দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

গ) সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুসরণে স্ব-স্ব বিভাগ নথি শ্রেণি বিন্যাসকরতঃ উক্ত নথি দ্রুত বিনষ্টকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ঘ) সুপারিশ ক, খ এবং গ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটির পক্ষ থেকে এতদবিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের অনুকূলে পত্র প্রেরণ করবে।

জোন অফিস ঃ

পেট্রোবাংলা থেকে প্রেরিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে বাপেক্স এর নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণ ২২-০৯-২০২০ তারিখে রাজধানী মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যানে অবস্থিত কোম্পানির Dhaka Regional Store (DRS) এবং Central Motor Transport Workshop (CMTW) পরিদর্শনের উদ্দ্যেশ্যে গমণ করেন। উক্ত স্থাপনাটি ১৭ কাঠা জায়গার উপর গড়ে উঠেছে। পরিদর্শনকালে ডিআরএস এবং সিএমটিডব্লিউ এর ইনচার্জগণ উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে উক্ত কার্যালয় দুটির পরিদর্শনকৃত এলাকার বিবরণ এবং এতদসংক্রান্তে সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১। Dhaka Regional Store (DRS): ঢাকা আঞ্চলিক ভান্ডারে কোম্পানীর বৈদেশিক ক্রয়ের অনুকূলে বিমানযোগে আমদানীকৃত মালামাল এবং স্থানীয় ক্রয়ের অনুকূলে গৃহীত মালামাল উক্ত ভান্ডারে সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ভণ্ডার ভুক্তির পর উক্ত মালামালগুলো স্ব-স্ব বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও কোম্পানির সদর দপ্তরের অব্যবহারযোগ্য/নিলামযোগ্য মালামাল উক্ত স্থাপনায় নিলাম নিষ্পন্নের আগ পর্যন্ত রাখা হয়।

i. **দাপ্তরিক কার্যালয়ঃ** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে উক্ত কার্যালয়ে সর্বত্র প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিহিত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করছেন। কার্যালয় হতে গমণাগমণের সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। বহিরাগতদের প্রবেশের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ঢাকা আঞ্চলিক ভান্ডারে একজন কর্মকর্তা, দুইজন কর্মচারী ও ৩ জন নিরাপত্তা কর্মী কর্মরত রয়েছেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, যথাযথ নিয়মে উক্ত ষ্টোর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।

ii. **ভান্ডার এলাকাঃ** ভান্ডার এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবহৃত অফিসিয়াল আসবাবপত্র, নষ্ট কম্পিউটার/কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এবং অব্যবহৃত ওয়্যারলেস রেডিও সিস্টেম এর যন্ত্রাংশ কোথাও সারিবদ্ধভাবে, কোথাও স্তুপ আকারে সংরক্ষিত আছে। আবার কোথাও কিছু মালামাল বিক্ষিপ্ত/ছড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়। কমিটি বিক্ষিপ্তভারে রাখা মালামালগুলো শৃংখলার সাথে সারিবদ্ধভাবে রাখার জন্য ভান্ডারের ইনচার্জকে অনুরোধ জানায়। ডিআরএস এর ইনচার্জ কমিটিকে অবহিত করেন যে, উক্ত অকেজো/অব্যবহারযোগ্য মালামালগুলোর অধিকাংশই অকশোন কমিটি কর্তৃক নিলামযোগ্য মালামাল হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং সহসাই উক্ত মালামালের নিলাম সম্পন্ন হবে।

২। Central Motor Transport Workshop (CMTW): কেন্দ্রীয় মোটরযান মেরামত কারখানায় বর্তমানে দুইজন কর্মকর্তা, দুইজন কর্মচারী কর্মরত আছেন এবং ছয়জন অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে।

i. **দাপ্তরিক কার্যালয়ঃ** বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে উক্ত কার্যালয়ে সর্বত্র প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিহিত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করছেন। কার্যালয় হতে গমণাগমণের সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে । বহিরাগতদের প্রবেশের বিষটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ii. **ওয়ার্কশপঃ** কেন্দ্রীয় মোটরযান মেরামত কারখানায় কোম্পানির অনুকূলে ব্যবহৃত কার, জীপসহ হালকা গাড়ীর প্রায় সকল ধরণের মেরামত কার্যসম্পাদিত হয়ে থাকে। তবে নতুন ও সফিস্টিকেটেড কিছু গাড়ীর ক্ষেত্রে বাহিরের প্রতিষ্ঠান থেকেও মেরামত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক গাড়ীর কিছু-কিছু যন্ত্রাংশ যেমন- টায়ার/টিউব, লাইট ইত্যাদি একবারে বেশী পরিমাণে ক্রয় করা হয় এবং ভান্ডারভূক্তির পর উক্ত মালামালগুলো পর্যায়ক্রমে ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে বিভিন্ন গাড়ীতে প্রতিস্থাপন করা হয়। সার্বিক বিষয় পরিদর্শন ও পর্যালোচান্তে কমিটি সিএমটিডব্লিউ-কে আধুনিকীকরণের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে।

-৬

iii. **সীমানা প্রাচীরঃ** ঢাকা আঞ্চলিক ভান্ডার এবং কেন্দ্রীয় মোটরযান মেরামত কারখানার স্থাপনাটির চারদিকে সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রয়েছে। উক্ত স্থাপনায় তিনজন নিরাপত্তা প্রহরী পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। স্থাপনার রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় আলোর পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে কমিটি গুরুত্বারোপ করে।

সুপারিশঃ

ক) ঢাকা আঞ্চলিক ভান্ডারে যে সমস্ত অব্যবহারযোগ্য মালামাল বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত রয়েছে উক্ত মালামালগুলো শৃংখলার সাথে সারিবদ্ধভাবে রাখতে হবে।

খ) কেন্দ্রীয় মোটরযান মেরামত কারখানার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করতে হবে।

গ) স্থাপনার রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় আলোর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

(মোঃ সরওয়ার হামিদ)
ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব)
সদস্য

(মোহাম্মদ কামরুজ্জামান)
উপমহাব্যবস্থাপক (ক্রয়)
সদস্য

(কাজী মাহবুবুল আলম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম)
সদস্য সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট

(মোঃ আব্দুর রউফ)
উপমহাব্যবস্থাপক (যান্ত্রিক/তড়িৎ)
সদস্য

(মোহাম্মদ আইসানুল আমিন)
উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি)
সদস্য

(এস.এম. তারিকুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)
সদস্য

(মোহাম্মদ আবুল বশর)
মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও
আহ্বায়ক